জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৮ উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মঙ্গলবার, ০২ জানুয়ারি ২০১৮, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৮ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসঙ্গে সকলকে জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

১৯৯৯ সালে সমাজসেবা ভবন উদ্বোধনকালে আমি প্রতি বছর ২ জানুয়ারি সমাজসেবা দিবস পালনের ঘোষণা দিয়েছিলাম। এরপর ২০১১ সালে জাতীয় সমাজসেবা দিবসের অনুষ্ঠানে আমি ২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' হিসেবে উদযাপনের ঘোষণা প্রদান করি। এরপর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গতি আনতে এ দিবসটি উদযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়''। জাতির পিতা ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রতিবন্ধিতা, বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীন শিশু, প্রবীণ ব্যক্তিসহ অভাবগ্রস্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করেছিলেন সরকারি শিশু সদন। যা আমরা শিশু পরিবারে রূপান্তর করেছি। তিনি ১৯৭৪ সালে দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। যা আজও সারাদেশে 'পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম' নামে পরিচিত।

সুধিবৃন্দ,

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য প্রথমবারের মত বয়স্কভাতা কার্যক্রম চালু করে। সে সময় আমরা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা চালু করি।

পরবর্তীতে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করে আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমরা ৩৫ লাখ প্রবীণ ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে বয়স্কভাতা দিচ্ছি। এ বছর ১২ লাখ ৬৫ হাজার নারীকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এ খাতে বছরে ৭ শত ৫৯ কোটি টাকা প্রদান করছি। আমরা প্রতিবন্ধী ভাতা জনপ্রতি ২০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকায় উন্নীত করেছি। এ খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লাখ থেকে ৮ লাখ ২৫ হাজার জনে উন্নীত করেছি। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চলতি বছর ৮০ হাজার শিক্ষার্থীকে দেওয়া হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি। প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর পর্যায়ে ১২০০ টাকা করে প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৮৬ হাজার ৪০০ এতিম শিশুকে জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা হারে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করছি।

সুধিমন্ডলী,

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। আমরা 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১', 'শিশু আইন-২০১৩', 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩', 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩' প্রণয়ন করেছি। 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-

২০১৩' ও 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

আমরা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, National Social Security Strategy (NSSS), Bangladesh অনুমোদন করেছি। Life Cycle Base কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সন্তান মাতৃগর্ভে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সাম্যতার ভিত্তিতে প্রদান সম্ভব হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার থেকে সামাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ যেন বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের জন্য Management Information System (MIS) তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৬ লাখ বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকল ভাতাভোগী যাতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ঘরে বসে ভাতা পেতে পারে সে লক্ষ্যে Cash Transfer Modernization (CTM) প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন', 'বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' এবং 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক তিনটি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র রোগীদের জন্য ৯৯টি সরকারি হাসপাতাল-মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যক্রম চলছে। উপজেলা পর্যায়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা দিতে ৪শ' ১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে হাসপাতালে সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্র থেকে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ-পথ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

আমরা স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) অনুযায়ী ৬৩ হাজার ৪০৮টি সংস্থাকে নিবন্ধন দিয়েছি। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিবন্ধিত সংস্থার মাধ্যমে সমাজকর্মকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও কল্যাণে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশব্যাপী ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের কার্যক্রম চলছে। ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাস (বেবি হোম), ১টি দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র, ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম চলছে। আমরা ৬ বিভাগে ৬টি এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ১২টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে পথশিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিপদাপন্ন শিশুকে পুনর্বাসনসহ পরিবারে একীভূত করার জন্য 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)' শীর্ষক প্রকল্প ২০১২ থেকে ২০১৬ মেয়াদে ২০টি জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে আরও ৫ বছরের জন্য অনুমোদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সরকারি শিশু পরিবারসমূহের পুরাতন ভবনসমূহ ভেঙ্গে নতুনভাবে ডরমেটরি ভবন তৈরি করা হচ্ছে। জয়পুরহাটে নির্মাণ করা হবে নতুন কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র। ক্রমান্বয়ে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সকল পুরাতন ভবন আমরা পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আমরা ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ' শুরু করি। দেশে ১৫ লাখ ৪১ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এটি চলমান রয়েছে। আমরা অনলাইনেও প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছি। এসব তথ্য সংরক্ষণের জন্য Disability Information System (DIS) Software তৈরি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করছি। নতুন নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে।

টঙ্গীতে স্থাপিত কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ব্রেইল প্রেস থেকে মুদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য আমরা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমরা সকল সমাজিক নিরাপত্তা সেবাকে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ জন্য সমাজসেবা অধিদফতরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যালয় স্থাপন করেছি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয়েছে 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প'। 'সমাজসেবা অধিদফতরের জন্য মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় সোস্যাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পও একনেক এ অনুমোদন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২২টি জেলায় অবিলম্বে এ কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ শুরু হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা না হলে আমরা অনেক আগেই উন্নত দেশগুলোর সারিতে জায়গা করে নিতাম। কারণ, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর যারা ক্ষমতায় এসেছে, তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলা। শোষণ-নিপীড়নের মাধ্যমে দেশকে তারা পিছনে নিয়ে গিয়েছিল।

আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মত অবস্থা আমাদের তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু গড় আয় এখন ১৬শ' ১০ ডলার। প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ২৮ ভাগ। গড় আয়ু ৭১ বছর ৮ মাস। আমাদের রিজার্ভ বেড়েছে। দেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। এমডিজি অর্জনে আমরা যেভাবে সফল হয়েছি, তেমনি এসডিজি অর্জনেও আমরা সফল হব। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাবে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রতিটি মানুষের জীবন হবে উন্নত, সমাজ হবে যত্নশীল। সমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যাশায় সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৮'- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...